জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২২

বহুমুখী জ্বালানি সমৃদ্ধ আগামী

জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

বিশেষ ক্রোড়পত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

২৫ শ্রাবণ ১৪২৯
০৯ আগস্ট ২০২২

বাণী

জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ কর্তৃক 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২২' পালিত হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সূচকের উর্ধ্বগতি নিশ্চিত করতে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানির যোগান একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। জ্বালানির এ গুরুত্ব বিবেচনায় এ বছর জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য 'বহুমুখী জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী' অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

একটি দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হলো জ্বালানি ও বিদ্যুৎ। জ্বালানির গুরুত্ব অনুধাবন করে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ কোম্পানি 'শেল ওয়েল' এর ৫টি গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা রাষ্ট্রের অনুকূলে গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, যা অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে।

বাংলাদেশে জ্বালানির অন্যতম উৎস হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। দেশের গ্যাসক্ষেত্রের অধিকাংশই স্থলভাগে অবস্থিত। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুদ বৃদ্ধির জন্য স্থলভাগের পাশাপাশি দেশের বিশাল সমুদ্রসীমায় অনুসন্ধান কার্যক্রম জোরদার এবং উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ কার্যক্রম আরো ত্বরান্বিত করতে হবে। প্রাকৃতিক গ্যাসের ওপর একক নির্ভরতা কমিয়ে জ্বালানি-মিশ্র এবং নবায়নযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারেও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ ও জনগণকে উৎসাহিত করতে হবে। এছাড়া ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে জ্বালানি সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা এবং প্রায়োগিক ও লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবনের উপর জোর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে আমি মনে করি। বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিধারা স্থিতিশীল রাখতে জনগণকে জ্বালানি ব্যবহারে সাশ্রয়ী ও সচেতন করার কোনো বিকল্প নেই। আমি জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন যোগান নিশ্চিত করতে গ্যাস ও তেল অনুসন্ধান কার্যক্রম বাড়ানোর পাশাপাশি বিদ্যুৎ, জ্বালানি তেল ও গ্যাসের সর্বোত্তম ও সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি।

'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২২' উদযাপন সফল ও সার্থক হোক।

জয়বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিকে অব্যাহত রাখতে ক্রমবর্ধমান জ্বালানী চাহিদা যোগান অত্যাবশ্যক। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি কোম্পানি শেল অয়েল হতে পাঁচটি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) মাত্র ৪.৫ মিলিয়ন পাউন্ড স্টার্লিং মূল্যে ক্রয়ের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অন্তর্ভুক্ত করে জ্বালানী চাহিদা অব্যাহত রেখেছিলেন। বঙ্গবন্ধুর দূরদর্শিতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং এ খাতে সরকারের যুগোপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২০১০ সাল থেকে প্রতিবছর ৯ আগস্ট 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতির পিতার নির্দেশিত পথে ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর সরকার দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ, নতুন নতুন জ্বালানির উৎস অনুসন্ধান এবং এ খাতে আঞ্চলিক সহযোগিতা সম্প্রসারণের মাধ্যমে দেশকে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ফলে শিল্প ও কৃষিসহ বিভিন্ন খাতে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের মধ্যেও সরকারের সময়োপযোগী সিদ্ধান্তের ফলে নির্বিঘ্ন জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রয়েছে। এ বছরের জ্বালানি নিরাপত্তা দিবসের প্রতিপাদ্য 'বহুমুখী জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী' অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস উদ্‌যাপনের মাধ্যমে জ্বালানি ব্যবহারে মিতব্যয়ী এবং সাশ্রয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি হবে।

আমি 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ড. তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীর বিক্রম

ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি
সভাপতি
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট ব্রিটিশ তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় মালিকানায় কিনে নেয়ার দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশজ জ্বালানি নির্ভর অর্থনীতির সূচনা হয়। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নেয়ার পর থেকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী জ্বালানির উৎপাদক হিসেবে এ গ্যাসক্ষেত্রগুলো অদ্যাবধি দেশের অর্থনৈতিক বিকাশে এবং জ্বালানি নিরাপত্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতির পিতার এ মহান অবদানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শনস্বরূপ প্রতি বছর ৯ আগস্ট "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস" হিসেবে উদযাপন করা হয়।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুঃখী মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির যে স্বপ্ন, তা বাস্তবায়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার সাধারণ জনগণের সেবক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার গত এক যুগে অব্যাহতভাবে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, উচ্চ প্রবৃদ্ধি এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের সকল ক্ষেত্রে নবদিগন্তের সূচনা করে বিস্ময়কর অগ্রগতি সাধন করতে সমর্থ হয়েছে। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। বছরজুড়ে উচ্চ প্রবৃদ্ধির ধারা বজায় থাকায় সম্প্রতি দেশের পণ্য রপ্তানি খাত প্রথমবারের মত ৫২ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক অতিক্রম করেছে; রপ্তানি আয়ে মোট প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৩৪ দশমিক ৩৮ শতাংশ। অর্থাৎ, গত একযুগে নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস ও বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে দেশের শিল্পায়ন অতীতের সকল সময়কে ছাড়িয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা ২০০৮ সালের নির্বাচনের আগে 'দিন বদলের ইশতেহারে' প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সবার ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিবেন। সেই রূপকল্প আমরা বাস্তবায়ন করেছি।

টেকসই জ্বালানি ব্যবস্থার উন্নয়ন ও প্রসার, পরিবেশের ক্ষতি, স্বাস্থ্য সমস্যা এবং স্বল্প পরিচালনা খরচ বিবেচনা করে সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানির উন্নয়নে পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্প গ্রহণপূর্বক মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর 'ভিশন ২০৪১' বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রত্যয়ে এগিয়ে চলছে।

কোভিড অতিমারি এবং চলমান যুদ্ধ পরিস্থিতির কারণে সমগ্র বিশ্ব এখন সংকটময় অবস্থায়। কাজেই প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি ব্যবহারে সুনাগরিক হিসেবে সকলকে মিতব্যয়ী হতে আমি বিনীত আহ্বান জানাই।

আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২২" উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানমালার সার্বিক সফলতা এবং দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু, জয় শেখ হাসিনা
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

ওয়াসিকা আয়শা খান এমপি

সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় জ্বালানি খাত

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল ওয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ The ESSO Undertakings Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিভাবে গ্রহণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ অবিস্মরণীয় ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। সেই যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় বর্তমান সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসাবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেছে।

তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উৎপাদন কার্যক্রম

- বর্তমান সরকারের সময়কালে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ নামে মোট ৫টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কৃত হয়েছে। ২০০৯ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ২১ টি অনুসন্ধান, ৫০ টি উন্নয়ন ও ৫৬ টি ওয়ার্কওভার কূপ খননের ফলে দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০০০ এমএমসিএফডি;
- নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিস্কারের জন্য ২০০৯ হতে অদ্যাবধি ৩১,৫০২ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ৬,০৬১ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরিপ সম্পন্ন হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১০,০০০ লাইন কিলোমিটার ২-ডি সাইসমিক জরিপ এবং ১,৫৩৬ বর্গ কিলোমিটার ৩-ডি সাইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে;
- আধুনিক ৪টি রিগ ক্রয় ও ১টি রিগ পুনর্বাসন করাসহ অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ক্রয় করে বাপেক্স-এর কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক তেল কোম্পানির (আইওসি) ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস পেয়েছে;
- গ্যাস কূপ থেকে বর্ধিত হারে গ্যাস উত্তোলনের জন্য ২২টি ওয়েলহেড কম্প্রেসর স্থাপিত/বাস্তবায়নাধীন হয়েছে।

গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ

- ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। বর্তমান ধারাবাহিক সরকারের গৃহীত কর্মসূচীর সফল বাস্তবায়নের ফলে ২০১৮-১৯ সালে দৈনিক সর্বোচ্চ ২,৭৫০ মিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস উৎপাদিত হয়। কূপসমূহের রিজার্ভ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকায় বর্তমানে দৈনিক দেশীয় উৎপাদিত গ্যাসের পরিমাণ ২,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটের অধিক। আমদানিকৃত এলএনজিসহ বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ সক্ষমতা দৈনিক কমবেশী ৩,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে গ্যাস সরবরাহ করার ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন অব্যাহত রয়েছে;
- দেশীয় গ্যাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে আশা করা যায় ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক প্রায় ৬১৮ এমএমসিএফ অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে।

গ্যাস সঞ্চালন ও বিতরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি

- ২০০৯ সাল থেকে জুন, ২০২২ পর্যন্ত ১,৩৫৪ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ করা হয়েছে;
- সঞ্চালন পাইপলাইনে গ্যাসের চাপ সমুন্নত রাখার জন্য ৩টি গ্যাস কম্প্রেসর স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে (মুচাই, আশুগঞ্জ ও এলেঙ্গা);
- দেশের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে উত্তরাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চলসহ দেশব্যাপী গ্যাস সঞ্চালন নেটওয়ার্কের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। বর্তমানে ২১০ কিলোমিটার গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি ও অবকাঠামো নির্মাণ

- গ্যাসের বর্ধিত চাহিদা নিরসনের লক্ষ্যে দু'টি দীর্ঘমেয়াদি চুক্তির আওতায় কাতার ও ওমান থেকে এবং স্পট মার্কেট হতেও এলএনজি আমদানি করা হচ্ছে;
- কক্সবাজারের মহেশখালীতে ২০১৮ ও ২০১৯ সালে স্থাপিত দুটি ভাসমান এলএনজি টার্মিনাল (Floating Storage Re-gasification Unit-FSRU)-এর রি-গ্যাসিফিকেশন ক্ষমতা (৫০০ ×২)=১০০০ মিলিয়ন ঘনফুট;
- তৃতীয় ও চতুর্থ FSRU কক্সবাজারের মহেশখালী ও পটুয়াখালীর পায়রাতে স্থাপন, বিদ্যমান একটি FSRU-এর সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ এবং কক্সবাজারের মাতারবাড়ী এলাকায় দৈনিক ১,০০০ মিলিয়ন ঘনফুট রিগ্যাসিফিকেশন ক্ষমতাসম্পন্ন 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ল্যান্ড বেইজড এলএনজি টার্মিনাল' নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

ব্লু ইকোনমি

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক Territorial Waters and Maritime Zones Act, 1974 প্রবর্তন করা হয়। International Tribunal for the Law of the Sea (ITLOS) কর্তৃক ১৪ মার্চ, ২০১২ তারিখ বাংলাদেশ ও মায়ানমার এবং United Nations Permanent Court of Arbitration (UNPCA) কর্তৃক ০৭ জুলাই, ২০১৪ তারিখ বাংলাদেশ ও ভারতের সাথে বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে সমুদ্র এলাকায় মোট ১,১৮,৮১৩ বর্গ মাইল এলাকায় বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্লু ইকোনমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের কার্যক্রম সমন্বয় করার লক্ষ্যে জ্বালানি ও খনিজ বিভাগের আওতায় ০৫ জানুয়ারি, ২০১৭ তারিখে ব্লু ইকোনমি সেল গঠিত হয়েছে। সমুদ্রে তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।

জ্বালানি তেল সরবরাহ কার্যক্রম

- জ্বালানি তেল প্রধানত যানবাহন (৬২.৯২%), বিদ্যুৎ (১০.৩৫%) ও কৃষি কাজে (১৫.৪৯%) ব্যবহার করা হয়। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে এসব খাতে জ্বালানি তেলের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। সরকারের সময়োপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে উক্ত বর্ধিত চাহিদা যথাযথভাবে মিটানো সম্ভব হচ্ছে। ২০০৮-০৯ অর্থবছরে দেশে পেট্রোলিয়াম পণ্যের সরবরাহ ছিল ৩৩.২৬ লক্ষ মেট্রিক টন। অর্থনীতির গতি বৃদ্ধির ফলে ২০২১-২২ অর্থবছরে সরকারিভাবে প্রায় ৬৯.০৫ লক্ষ মেট্রিক টন পেট্রোলিয়াম পণ্য সরবরাহ করা হয়েছে;
- জ্বালানি তেলের আমদানির উৎস বহুমুখীকরণের পদক্ষেপ হিসেবে বর্তমানে দেশের মোট চাহিদার প্রায় ৫০% তেল জি-টু-জি (G to G) পদ্ধতিতে ১১টি দেশ থেকে এবং অবশিষ্ট প্রায় ৫০% আন্তর্জাতিক দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় করা হচ্ছে;
- জ্বালানি তেলের স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ক্রুড রিফাইনিং ক্ষমতা ৪৫ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীতকরনের জন্য বিদ্যমান ১৫ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL এর পাশাপাশি ৩০ লক্ষ মেট্রিক টন ক্ষমতার ERL ইউনিট-২ স্থাপনের লক্ষ্যে প্রাথমিক Engineering Design সম্পাদন সম্পন্ন হয়েছে। ইপিসি কাজের ডিপিপি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন রয়েছে;
- জ্বালানি তেলের মজুদ ক্ষমতা ২০০৭-০৮ সালের ৮.৯৩ লক্ষ মেট্রিক টন হতে ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৩.০৮ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হওয়ার ফলে দেশের জ্বালানি তেলের চাহিদা মেটানোর সময়কাল ৩০ দিন থেকে ৪০-৪৫ দিনে উন্নীত হয়েছে। ফলে বৈশ্বিক দৈব বিপাকের ফলে জ্বালানি তেলের আমদানি বাধাগ্রস্ত হলেও দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;
- বর্তমানে দেশের পেট্রোল এবং অকটেনের চাহিদার প্রায় সম্পূর্ণ অংশ সরকারি ও বেসরকারিভাবে স্থাপিত কনডেনসেট ফ্রাকশনেশন প্লান্ট ও Catalytic Reform Unit (CRU)-এর মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ উৎস হতে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে;
- জ্বালানি তেলের সরবরাহ নিশ্চিতকরণে কুমিল্লা, নারায়ণগঞ্জ, ঢাকা ও এর আশপাশের এলাকায় নিরবছিন্ন, দ্রুত ও সাশ্রয়ী পরিবহনের জন্য চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা পর্যন্ত ২৪৬ কিলোমিটার তেল পাইপলাইন নির্মানের কাজ বাস্তবায়নাধীন রয়েছে;
- আমদানিকৃত তেল জাহাজ হতে সরাসরি পাইপলাইনের মাধ্যমে দ্রুত, সহজ, নিরাপদ ও ব্যয় সাশ্রয়ীভাবে খালাসের জন্য গভীর সমুদ্রে ভাসমান আনলোডিং ফ্যাসিলিটি (SPM) স্থাপন করে ২×১১০ কিলোমিটার (১৩৫ কিলোমিটার সাব-সী পাইপলাইনসহ) ডাবল পাইপলাইনের মাধ্যমে পতেঙ্গাস্থ প্রধান স্থাপনায় তেল সরবরাহের জন্য Single Point Mooring with double pipeline প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এর ফলে বছরে প্রায় ৮০০ কোটি টাকা তেল পরিবহন খাতে সাশ্রয় হবে;
- দেশের উত্তরাঞ্চলে প্রয়োজনীয় জ্বালানি সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে ভারতের নুমালীগড় রিফাইনারীর শিলিগুড়ি টার্মিনাল থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুর, দিনাজপুর পর্যন্ত ১৩১.৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ ইন্ডিয়া-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশীপ পাইপলাইন স্থাপনের কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে;
- ঢাকা ও চট্টগ্রাম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে জেট-এ-১ সরাসরি ও নিরবচ্ছিন্নভাবে সরবরাহের জন্য ২২ কিলোমিটার পাইপলাইন নির্মাণের কাজ চলমান রয়েছে।

এলপিজি'র ব্যবহার বৃদ্ধি

- জ্বালানির উৎস বহুমুখীকরণের অংশ হিসেবে আমদানিকৃত তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-এর মাধ্যমে গৃহস্থালী চাহিদা, যানবাহনের জ্বালানি, শিল্প-কারখানার কাঁচামাল ইত্যাদি চাহিদা পূরণ করা হচ্ছে;
- এলপিজি-কে সহজলভ্য করতে বর্তমান সরকারের জনবান্ধব এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছানো সম্ভব হচ্ছে;
- জানুয়ারি ২০০৯-এ এলপিজির মোট সরবরাহ ছিল ৪৫ হাজার মেট্রিক টন। বর্তমানে এ পরিমাণ ৩০ গুন বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় ১৪ লক্ষ মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে।

কয়লা উত্তোলন ও ব্যবহার

- বাংলাদেশে এযাবৎ আবিষ্কৃত ৫টি কয়লাক্ষেত্রের মোট সম্ভাব্য মজুদের পরিমাণ প্রায় ৭,৮২৩ মিলিয়ন মেট্রিক টন যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৯৪০ বিলিয়ন ডলার;
- দেশের একমাত্র উৎপাদনশীল কয়লাখনি বড়পুকুরিয়া থেকে বর্তমানে গড়ে দৈনিক প্রায় ২,৮০০-৩,০০০ মেট্রিক টন উন্নতমানের বিটুমিনাস কয়লা উত্তোলন করা হচ্ছে;
- উত্তোলিত কয়লার সমুদয় অংশই ৫২৫ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য সরবরাহ করা হচ্ছে। ফলে সমগ্র উত্তরাঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

গ্রানাইট পাথর উত্তোলন

- মধ্যপাড়া গ্রানাইট মাইনিং কোম্পানি কর্তৃক ভূগর্ভস্থ খনি হতে দৈনিক গড়ে প্রায় ৪,৫০০ মেট্রিক টন (৩ শিফটে) গ্রানাইট পাথর উত্তোলন করা হচ্ছে। উক্ত পাথর উত্তোলনের মাধ্যমে সড়ক, সেতু, রেলপথ ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মাণসহ দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে পাথরের চাহিদা পূরণের পাশাপাশি বৈদেশিক মুদ্রারও সাশ্রয় হচ্ছে;
- বিদ্যমান খনির পাথর উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি ও গ্রানাইট স্লাব তৈরীর লক্ষ্যে ফিজিবিলিটি স্টাডি সম্পন্ন করা হয়েছে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে দৈনিক গড়ে প্রায় ১১ হাজার মেট্রিক টন (বার্ষিক ৩৩ লক্ষ মেট্রিক টন) পাথর উৎপাদিত হবে।

গ্যাস সেক্টরে আধুনিকায়ন

- গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে আবাসিক গ্রাহকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে;
- তিতাস গ্যাস কোম্পানির পুরাতন পাইপলাইনের লিকেজ বন্ধ করার লক্ষ্যে SCADA ও GIS সিস্টেম সম্বলিত আধুনিক গ্যাস নেটওয়ার্ক আপগ্রেডেশন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে;
- জ্বালানি সেক্টরকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজ করার জন্য Enterprise Resource Planning (ERP) প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

এক যুগে জ্বালানি খাতের অর্জন
(জুন ২০২২ পর্যন্ত)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৫ শ্রাবণ ১৪২৯
০৯ আগস্ট ২০২২

বাণী

প্রতি বছরের ন্যায় এবারও 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২২' উদযাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এবারের প্রতিপাদ্য 'বহুমুখী জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী' যথাযথ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েল হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র- তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ- ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৯৭৫ সালের ১৪ মার্চ বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিকরণ করে জ্বালানি তেলের মজুদ, সরবরাহ ও বিতরণে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। জাতির পিতার এ যুগান্তকারী ও দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার 'রূপকল্প-২০৪১' অর্জনে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক হিসেবে জ্বালানি খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে।

আমাদের সরকারের সময়ে সুন্দলপুর, শ্রীকাইল, রূপগঞ্জ, ভোলা নর্থ ও জকিগঞ্জ নামে মোট ৫টি নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। আরও নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের জন্য বর্তমানে প্রায় ১০ হাজার লাইন কিলোমিটার ২-ডি সিইসমিক জরিপ এবং ১ হাজার ৫৩৬ বর্গকিলোমিটার ৩-ডি সিইসমিক জরিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ২০০৯ সাল হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত সময়ে ২১টি অনুসন্ধান, ৫০টি উন্নয়ন ও ৫৬টি ওয়ার্কওভার কূপ খননের ফলে দেশীয় উৎস থেকে গ্যাসের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ১০০০ এমএমসিএফডি। ২০০৯ সালের জানুয়ারি মাসে গ্যাসের উৎপাদন ছিল দৈনিক ১,৭৪৪ মিলিয়ন ঘনফুট। আমদানিকৃত এলএনজিসহ বর্তমানে গ্যাস সরবরাহ দৈনিক ৩,৩০০ মিলিয়ন ঘনফুটে উন্নীত হয়েছে। সারাদেশে সুষম উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য গ্যাস নেটওয়ার্ক রাজশাহীতে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং বগুড়া-রংপুর-সৈয়দপুর পাইপলাইন নির্মাণ চলমান রয়েছে। আমরা পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে গ্যাস সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য গ্যাস বিতরণ লাইন স্থাপন এবং পায়রা বন্দরে Floating Storage & Regasification Unit (FSRU) স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। এছাড়াও ২০৪১ সাল পর্যন্ত গ্যাসের চাহিদার ওপর ভিত্তি করে মাতারবাড়িতে দৈনিক ১,০০০ ঘনফুট ক্ষমতার ১টি স্থলভিত্তিক এলএনজি টার্মিনাল স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

আমাদের সরকার জ্বালানি খাতকে আধুনিক ও ডিজিটালাইজড করার জন্য Enterprise Resource Planning প্রবর্তন এবং বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্যাস ও কয়লার উৎপাদন বৃদ্ধিতে সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। একই সঙ্গে, দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জ্বালানি চাহিদা পূরণে গ্যাস উত্তোলন, প্রাকৃতিক গ্যাস ও খনিজ কয়লার মজুদ নির্ধারণ, আহরিত জ্বালানি সম্পদ ব্যবহারের নতুন ক্ষেত্র প্রস্তুত এবং এ সংশ্লিষ্ট অবকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধুনিক প্রযুক্তির সংযোজন অব্যাহত রয়েছে। বিদ্যুৎ, ক্যাপটিভ পাওয়ার, সার, শিল্প, গৃহস্থালি, সিএনজি, ব্যবসা-বাণিজ্যে বর্ধিত হারে গ্যাস সরবরাহ করার ফলে দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়েছে। গ্যাসের অপচয় রোধকল্পে আবাসিক গ্রাহকদের দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রি-পেইড মিটারের আওতায় আনার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রায় ৪ লক্ষ প্রি-পেইড মিটার স্থাপন করা হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করি, জ্বালানির অপচয় রোধ করে সাশ্রয়ী ব্যবহার নিশ্চিত করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি, 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

নসরুল হামিদ, এমপি
প্রতিমন্ত্রী
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

জ্বালানি নিরাপত্তাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৯ আগস্ট 'বহুমুখী জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী' প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২২" পালন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত। এ আয়োজনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি রইল আমার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ৯ আগস্ট বিদেশি তেল কোম্পানি শেল অয়েলের নিকট হতে ৫টি গ্যাসক্ষেত্র (তিতাস, হবিগঞ্জ, রশিদপুর, কৈলাশটিলা ও বাখরাবাদ) ক্রয় করে গ্যাসক্ষেত্রগুলিতে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার এ দূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে দেশে জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন ঘটে। এ ছাড়া তিনি The Esso Undertakings Acquisition Ordinance, 1975-এর মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের ESSO Eastern Inc.-কে সরকারিকরণ, পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেন।

বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশীয় গ্যাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপসমূহের ওয়ার্কওভার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এসব কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হলে ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক প্রায় ৬১৮ এমএমসিএফ অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হচ্ছে।

জ্বালানি সেক্টরকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন অটোমেশন, প্রি-পেইড মিটার ও স্ক্যাডা সিস্টেম স্থাপন, পাইপলাইনের মাধ্যমে জ্বালানি তেল সঞ্চালন ব্যবস্থা গড়ে তোলা, নতুন রিফাইনারি স্থাপন ইত্যাদি বাস্তবায়িত হলে জ্বালানি সেক্টর আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে বলে আমি বিশ্বাস করি। জ্বালানির বহুমুখী ব্যবহার নিশ্চিতকল্পে তরলীকৃত পেট্রোলিয়াম গ্যাস (এলপিজি)-কে সহজলভ্য করতে জনবান্ধব এলপিজি নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছানো সম্ভব হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে সরকার কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন সময়োপযোগী কর্মপরিকল্পনা গ্রহণের ফলে বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকালীন সময়েও নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত রাখা সম্ভব হচ্ছে। আমি আশা করি, জ্বালানির অপচয় রোধ করে জ্বালানির সুষ্ঠু ব্যবহারে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে এ দিবসটি আমাদের অনুপ্রেরণা যোগাবে।

আমি "জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস ২০২২" উপলক্ষে গৃহীত সকল কার্যক্রমের সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

নসরুল হামিদ, এমপি

মোঃ মাহবুব হোসেন
সিনিয়র সচিব
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, স্বাধীনতার মহান স্থপতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৯ আগস্ট ১৯৭৫ তারিখে ব্রিটিশ তেল কোম্পানি 'শেল' এর নিকট হতে তিতাস, বাখরাবাদ, হবিগঞ্জ, রশিদপুর এবং কৈলাশটিলা গ্যাসক্ষেত্র ক্রয় করে রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এ দূরদর্শী সিদ্ধান্ত দেশের জ্বালানি নিরাপত্তার গোড়াপত্তন এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জনের পথে এক যুগান্তকারী মাইলফলক। জ্বালানি খাতে জাতির পিতার এই অসামান্য অবদানকে স্মরণ করে ২০১০ সাল হতে ৯ আগস্ট তারিখ 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস' হিসাবে পালিত হয়ে আসছে।

বঙ্গবন্ধুর জ্বালানি নীতি অনুসরণ করে বর্তমান সরকার দেশীয় গ্যাসের সর্বোচ্চ প্রাপ্তি নিশ্চিতকল্পে নতুন অনুসন্ধান ও উন্নয়ন কূপ খনন, পরিত্যক্ত কূপসমূহের ওয়ার্কওভার ইত্যাদি বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। আশা করা যায় এসব কার্যক্রম বাস্তবায়িত হলে ২০২৫ সাল নাগাদ দৈনিক প্রায় ৬১৮ এমএমসিএফ অতিরিক্ত গ্যাস জাতীয় গ্রিডে সংযুক্ত করা সম্ভব হবে। এ ছাড়া গ্যাসের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষায় দেশীয় গ্যাস উৎপাদনের পাশাপাশি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানি করা হচ্ছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে 'রূপকল্প-২০৪১'-এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জ্বালানি খাতকে যুগোপযোগী করতে বিভিন্ন সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এসব সময়োপযোগী কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ফলে বর্তমান বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটকালীন জ্বালানির নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ অব্যাহত রাখার প্রচেষ্টা রয়েছে।

দেশীয় সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ এবং এর অপচয় রোধে এ দিবসটি জ্বালানি উৎপাদনকারী থেকে ব্যবহারকারী পর্যন্ত সকলের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করবে বলে আমি বিশ্বাস করি। 'বহুমুখী জ্বালানি, সমৃদ্ধ আগামী'-এ প্রতিপাদ্যকে উপজীব্য করে 'জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস-২০২২' উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

জয় বাংলা।

মোঃ মাহবুব হোসেন